১২-০৭-১৬ প্রাত :মুরলি ওম্ শান্তি " বাপদাদা " মধুবন

" মিষ্টি বাচ্চারা - তোমরা বাবার কাছে এসেছ নিজেদের জীবন হীরে সমান বানাতে , বাবার স্মরণেই এইরকম জীবন তৈরি হতে পারে "

প্রশ্নঃ নতুন দুনিয়ায় উঁচু পদ পাওয়ার জন্য বিশেষ কোন্ পুরুষার্থ করতে হবে ?

উত্তরঃ বাবা বলেন - মিষ্টি বাচ্চারা , যে পুরানো সম্পর্কগুলো এত দুঃখ দিয়েছে , এখন তাদের মোহজাল থেকে বুদ্ধি সরিয়ে এক আমাকে স্মরণ করো । ওদের সাথে থেকেও মন আমাতে দাও । 'মনমনাভব'- এই মন্ত্র সর্বদা মনে রাখলে তোমরা নতুন দুনিয়ায় উঁচু পদ পাবে ।

গীত :- তুমি রাতগুলি করেছ ব্যর্থ ....

ওম্ শান্তি । বাচ্চাদের যেমন সব শাস্ত্রের সার বোঝানো হয় ঠিক তেমনই গীতেরও সার বোঝানো হয় । তিনি , সবার রুহানি বাবা , রুহানি বাচ্চাদের ব্রহ্মা তনে বসে বুঝিয়ে দিচ্ছেন । বাবা বুঝিয়ে দেন বাচ্চাদের যে তোমাদের এখন হীরে তুল্য জন্মের প্রস্তুতি চলছে । বাবার কাছে তোমরা এসেছই হীরে সমান জন্ম পাওয়ার জন্য । স্বর্গবাসীর জন্ম হলো হীরে তুল্য আর কড়ি তুল্য জন্ম হলো নরকবাসীর । তোমরা সঙ্গমযুগকে জেনেছ , আমরা এখন সবাই সঙ্গমযুগবাসী । কল্যাণকারী এই সঙ্গমযুগে সবার সদগতি প্রাপ্ত হয় । এখন প্রশ্ন হলো এই সদগতি কে দেন ? পরমধাম থেকে পরম অতিথি এসে সদগতি করেন । উঁনি অতিথি । তোমরা অতিথি নও , তোমরা এসে আর যেতে চাও না! বাবা বলেন - আমি পুরনো দুনিয়ায় এসে আবার ফিরে যাই । বাচ্চারা জানে এই সেবা একমাত্র পরমধাম থেকে আসা অতিথিই করেন । যিনি এসে আমাদের-বাচ্চাদের অনেক সেবা করেন । এইরকম সেবা আর কেউ করতে পারেনা । সেবা করার জন্য তাঁকে ডাকা হয় , বলা হয় এসে আমাদের পতিতদের পবিত্র করে গড়ে তোল । বাবাও বলেন " আমি বাচ্চাদের সেবায় এসেছি কেননা বাচ্চারা খুব দুঃখী হয়ে আছে ।" বাচ্চারা ডেকে বলে আমাদের দুঃখ হরণ করে সুখ প্রদান করো । দুটো জিনিস সবসময় মনে থাকে -এক হলো সুখ আর এক হলো শান্তি । এই পুরনো দুনিয়ায় দুঃখ আর অশান্তি ছেয়ে থাকায় তাঁকে ডাকা হয় । বাবা এসে সৃষ্টি চক্রের সকল রহস্য বুঝিয়ে দেন এবং বাচ্চাদের বোধগম্য হয় ভক্তি মার্গের পথ শেষ হয়েছে । কলিযুগের অন্ত অর্থাত্ ভক্তি মার্গ সম্পূর্ণ হয়ে শেষ ধাপে চলে এসেছে । জ্ঞানের দ্বারা চড়তি কলার স্থিতি এসে যায় । তোমাদের উঁচু থেকেও উঁচু পদের প্রাপ্তি হলে তারপরে ভোগের দ্বারা ধীরে ধীরে প্রারব্ধ-এর (পূর্ব জন্মার্জিত কর্মফল) ক্ষয় অর্থাত্ সুখ কমতে থাকে । ভারতে ভক্তির যত জাঁকজমক এরকম আর কোথাও হয়না । অর্ধকল্প ভক্তিমার্গে কেটে যায় । যখন থেকে দ্বাপর এবং অন্যান্য ধর্ম স্থাপন শুরু হয় তখন থেকেই ভক্তির শুরু হয় । ভক্তিও প্রথম দিকে খুব ভালো ছিল । যেমন স্বর্গ প্রথম -প্রথম খুব ভালো হয় পরে কলা ধীরে ধীরে কমে আসতে থাকে । ভক্তির শুরুতে প্রথম -প্রথম শিবের পূজারী হয় । অর্ধ কল্প কোনও পূজা হয়না । তারপরে ভক্তিমার্গ শুরু হয় আর সেই সঙ্গে অন্য ধর্মেরও আসা শুরু হয়ে যায় । এত ভক্তি আর কেউ করতে পারেনা , পুরো অর্ধ কল্প ভক্তিকে অবলম্বন করে চলে । এটাও তোমরা বাচ্চারা জানো বাবা , যিনি সবার অত্যন্ত প্রিয় ভারতের সদগতি প্রদান করেন এবং স্বর্গেরও মালিক

বানান । তিনি , দূরদেশের অতিথি এসেছেন আবার নতুন করে আমাদের বাচ্চাদের বাদশাহী দিতে । কত জবরদস্ত এই রাজত্বের অধিকার । কিন্তু কেউ এই একটা কথা বুঝতে পারেনা । ভারতে ভক্তি কত করা হয় ,কত মন্দিরও আছে । ভারতখন্ডে অনেক যে মন্দির আছে সেইগুলো কার মন্দির এসব কিছু এখন তোমরা জেনেছ । শুরু -শুরুতে শিববাবার মন্দির তৈরি হয় , তারপরে তৈরি হয় দেবতাদের । সেই মন্দির তোমাদের সামনে বর্তমান । একদিকে শিববাবার পূজা করে চলেছ আর অন্যদিকে শিববাবা তোমাদের পূজ্যরূপে গড়ে তুলছেন । তোমরা এখানে এসেছ পূজ্য দেবতা হতে । যারা দেবতাদের পূজারী , বাস্তবে তারাও এখানে এসে ব্রাহ্মণ হবে । ধীরে ধীরে বুদ্ধির বিকাশ ঘটবে। সবাই একসাথে পড়তে পারেনা , সময় লাগে । কল্প পূর্বে যারা পড়েছিল তারাই আবারও পড়বে । একে অপরকে পড়াতে হবে । সবাইকে বাবা আর সৃষ্টির আদি -মধ্য -অন্তের জ্ঞান শোনাতে হবে যাতে মানুষ স্বর্গের মালিক হতে পারে । সেইজন্য এসে শুনে বোঝ । তোমরা বাচ্চারা বুদ্ধি দিয়ে বুঝতে পার এই নাটকের চক্র কিভাবে পরিক্রমণ করে । কাহিনী তো লাখ লাখ বছরের বলে শোনাতে পারবে না। তোমরা জানো পাঁচ হাজার বছরের আগে কি ছিল , কার রাজ্য ছিল ! ভারতে আমরা যে দেবী -দেবতা ছিলাম , আমাদেরই (দেবী -দেবতাদের) রাজ্য ছিল । স্মরণে এসেছে তো - আমরাই পূজ্য ছিলাম আবার পূজারী হয়েছি । প্রথমে এইসব জানা ছিল না আমরা সেই পূজ্য দেবতা ছিলাম , পরে আবার ৮৪ জন্ম নিয়েছি । ৮৪ জন্মের কাহিনী লক্ষ্মী -নারায়ণের । তোমরা নিজের ৮৪ জন্মের কাহিনী শোনাও । ওদের তো নিজের কাহিনী লিখতে অনেক সময় লেগে যায় । তোমরা এক মিনিটে ৮৪ জন্মের কাহিনী বলতে পারবে । ওরা এক জন্মের কাহিনী লেখে । নিজের কাহিনীতে শৈশবে কি কি করেছে সেগুলো বলে । আমরা ৮৪ জন্মের চক্র কিভাবে পরিক্রমা করি , সেখানে তো কোনও একজনের কথা নয় , বহু ব্রাহ্মণ একইভাবে ৮৪ জন্মের চক্র সম্পূর্ণ করে । তোমরাই এই চক্রকে জান । এই চক্রকে জানার মাধ্যমে তোমরা রাজা -রানী হতে পার আবার অন্যদেরও বানাতে পার । ভক্তিও ভারতবাসীদের মতো কেউ করেনা । আর যা -ও মঠ ,পন্থ ,ধর্ম ইত্যাদি আছে সেসবই আমাদের ভক্তির সময় স্থাপন হয়েছে । প্রথম -প্রথম আমাদের ফুলের ঝাড় কত ছোট ছিল , একেবারে রুহানি বাগিচা ! তোমাদের মতো জ্ঞানসম্পন্ন ফুলে সাজানো ছিল বাগান । তারপরে এই সুন্দর ফুলের বাগান আস্তে আস্তে কাঁটার বাগিচায় পরিণত হতে থাকে । এই সময় সব কাঁটায় পরিণত , আবার কাঁটা থেকে ফুল কিভাবে তৈরি হওয়া যাবে বাবা বসে তা বুঝিয়ে দেন । একে অপরকে দুঃখ দেওয়া মানেই হলো কাঁটা লাগানো । স্টুডেন্ট লাইফ ইস দি বেস্ট বলা হয়ে থাকে , সত্যিই খুব ভালো হয় । বাচ্চারা খুব আনন্দের সাথে পড়ে । বিবাহ হল তো আরও দু -একজন একে অপরকে কাঁটা লাগানো শুরু করে । সত্যযুগে কেউ কাউকে কাঁটা লাগায় না । তোমরা এখন আবার ফুল তৈরি হচ্ছ । তোমরা জানো , ভারত যখন স্বর্গ ছিল তখন কত অপার সুখ ছিল । সোনার খনি ছিল যা এখন খালি হয়ে গেছে । আবার তোমরা সোনায় ভরা খনি পাবে । ভারতেই সোনা,হীরে,জহরতের খনি ছিল । সেই সময় আমেরিকা ইত্যাদি কিছুই থাকেনা , বম্বেও না । কত আশ্চর্যের ব্যপার তাই না ! কলিযুগের শেষে দেখার মতও অল্প সোনা অবশিষ্ট থাকেনা । সত্যযুগে আবার সোনার খনি ভরপুর হয়ে যায় । সোনার মহল তৈরি হয় । কত আশ্চর্য্য লাগে ! ওখানে খনি থেকে কত সোনা বেরোয় । যেমন এখানে মাটির ইঁট তৈরি হয় ওখানে সোনার ইঁট তৈরি হয় , মায়া মাদারি খেলা (ভোজবাজি) দেখাতে শুরু করে । ধ্যানে বসে দেখা এখানে তো সোনাই সোনা । সত্যি সত্যিই সত্যযুগে সোনার ছড়াছড়ি থাকবে । এখানে তো দেখ মাটির ইঁটও পাওয়া যায় না । যত ইঁট এখানে পয়সার বিনিময়ে পাওয়া যায় , ততখানি ইঁট ওখানে বিনামূল্যে পাওয়া যায় । রাত দিনের ফারাক হয়ে যায় । তবে বুঝতে তো হবে পুরুষার্থ করতে হবে কি হবেনা - নতুন দুনিয়ায়

উঁচু পদ পাওয়ার জন্যে ! এখানের মোহজালে কেন আটকা পড়ে আছ ! বাবা বলেন - তোমরা পুরনো সম্বন্ধে থেকে শত দুঃখ পেলেও বাবা এরকম কখনও বলেননা যে তোমরা এদেরকে ছেড়ে দাও । শুধুমাত্র বুদ্ধিযোগ এক বাবার সাথে জুড়ে নাও তবে তোমরা বিশ্বের মালিক হতে পারবে । ' মনমনাভব ' -এর অর্থই হলো আমাকে স্মরণ করো আর বিষ্ণু চতুর্ভুজের অর্থাত্ বিষ্ণুপুরীর স্মরণ করো । মূল কথা হলো এক অক্ষরের , বাবা । ভক্তিমার্গে পঞ্চায়েত অনেক আছে ।*(এখন তোমরা সব আত্মারা সাজন , একমাত্র সজনী পরমপিতা পরমাত্মার ।)* উঁনি তোমাদের সুখধামের মালিক হওয়ার অধিকার প্রদান করেন । সকল আত্মা তাঁকেই স্মরণ করে । তোমরা রুহানি আশিক , রুহানি মাশুকের সাথে একই বার মিলিত হতে পার । বাকি সব মানুষ শারীরিক ভাবে প্রেমিক-প্রেমিকা । এখন বেহদের আশিকদের সাথে বেহদের মাশুক এসে মিলিত হয়েছেন । ওঁনাকে বলাও হয় - এসো , এসে আমাদের পতিত থেকে পবিত্র করে তোল । এক্ -এরই আহ্বান হয় । তোমরা জানো যে আমাদের আত্মা পতিত হয়েছে সেইজন্য সকলে ডাকছে পতিতপাবন এস । কুম্ভ মেলায় গিয়ে কত জনে যে গঙ্গা স্নান করে কিন্তু কোনও লাভ নেই । কেউই এভাবে পবিত্র হয়না । বাবা এসে জ্ঞান বর্ষণ করেন । তোমাদের জ্ঞান বর্ষায় অবগাহন করিয়ে বাবা আবার নতুন করে কাঁটার জঙ্গলকে ফুলের বাগিচায় সাজিয়ে তুলবেন । তোমরা জেনেছ বিশ্বের রাজ্যভার বাবা যখন তোমাদের হাতে তুলে দেবেন তখন সেখানে কোনও অপবিত্র কিছুই থাকবেনা । সারা বিশ্ব জ্ঞান বর্ষণে সিক্ত হয়ে যায় । সবকিছু তখন পরিপূর্ণতায় ভরে যায় । হীরে জহরতের খনিগুলোও নতুন ভাবে সেজে ওঠে। তোমাদের-বাচ্চাদের এখন কতই-না খুশির মেজাজ ! তোমরা সামনে দেখতে পাচ্ছ বাবা সম্মুখে বসে বোঝাচ্ছেন -" তোমরা আমাকে স্মরণ কর তবে তোমাদের বিকর্ম বিনাশ হবে ।" তোমরা যে কোন স্থানে বস - স্নান কর , বুদ্ধিতে সবসময় বাবা স্মরণে থাকবেন । ওখানে তো স্মরণের কোনও অবকাশ নেই । বাবাকে যত স্মরণ করবে ততই উপার্জন হবে অর্থাত্ শ্রেষ্ঠত্বের আসনে বসার উপযুক্ত হবে । স্মরণেই প্রাপ্তি । এরকম কী শুনেছ স্মরণ করায় প্রাপ্তি আছে ! কত বড় প্রাপ্তি , তোমরা বিষ্ণুপুরীর মালিক হতে চলেছ । তোমরা জেনেছ আমাদের-আত্মাদের বাবা নিরাকার । উঁনি এই শরীরের (ব্রহ্মা তনের) আধার নিয়েছেন । ভাগীরথেরও তো বর্ণনা তোমরা শুনেছ । ভাগ্যশালী রথ, যে রথে পরমপিতা পরমাত্মা সওয়ার হয়ে আসেন । আত্মার রথ যখন সম্পূর্ণরূপে প্রস্তুত হয় ঠিক তখনই আত্মা এসে প্রবেশ করে । বাবাকে এই রথে এসে কেবল জ্ঞান প্রদান করতে হয় । এনারও বহু জন্মের অন্তিমের জন্মে যখন বাণপ্রস্থ অবস্থা হয় তখন বাবা বলেন - আমি এসে এনার মধ্যে প্রবেশ করি অথবা এই রথে বিরাজমান হই । অন্য কোনও গাড়ী বা রথের কথা নয় । তোমরা এখন এই জ্ঞান পেয়েছ । বাবা তোমাদের সম্মুখে বসে এই জ্ঞানের কথা বুঝিয়ে দিচ্ছেন । তোমাদের শুধুই খুশি থাকা উচিত্ । আই . সি . এস পরীক্ষার পড়ায় অনেক নেশা চাই । সেটা সবচেয়ে বড় পরীক্ষা । তোমাদেরও এসব পাঠের পড়া । এখানে ভগবানের পাঠশালা । এখন প্রশ্ন ওঠে ভগবান কে ? শ্রীকৃষ্ণ অথবা শিববাবা ? সবার ভগবান কে ? এক নিরাকার ছাড়া সকলে তো কৃষ্ণকে মানবে না । সকল আত্মার বাবা তিনি , নিরাকার পরমপিতা পরমাত্মা । তিনি সর্বদা পরমধামে থাকেন । একবার -ই আসেন - বাচ্চাদের স্বর্গের মালিক বানাতে । ভারত এখন ভিখারী হয়ে গেছে । এরপর অন্য জন্মে কি হবে , তোমাদের সব সাক্ষাত্কার হয়েছে , বিনাশেরও সাক্ষাত্কার হয়েছে । এমনকি স্থাপনারও হয়েছে । ভগবান উবাচঃ " আমি তোমাদের রাজারও রাজা বানাই ।" অনেক দান -পুণ্য করলে কারও কারও স্বল্পকালের জন্যে সুখ মেলে । রাজার ঘরে জন্ম নিয়েও সাথে সাথে মারা যায় আবার কেউ কেউ গর্ভেই মারা যায় । কেউ কাটা হাত -পায়ে আবার কেউ কানাও হয় । যেরকম কর্ম করে তেমনই পদ পায় । তোমাদের এখন রাজারও রাজা বানানো হয় । তোমরা বলো - বাবা আমরা আত্ম-

নিবেদন করব । তবে তো অবশ্যই রাজত্ব তোমরা পাবে । ভারতকে মহাদানী খণ্ড বলা হয় । এখানে দান -পুণ্য অনেক হয় । তারপর আবার শুরু হয় ভক্তি মার্গে । এখন বাবা তোমাদের ২১ জন্মের জন্যে দান দেন । তোমরা এখন তন ,মন ,ধন সবকিছু দিয়ে বাবার কাছে আত্ম -নিবেদন করছ । আর বাবা বলছেন ট্রাস্টি হয়ে থাকতে । নিজের ঘর -সংসার সামলাতে । সবই শিববাবার । আমি তোমাদের এবং তোমাদেরই স্মরণ করি । আন্তরিকভাবে তোমাদের কাছে সমর্পন করি । বাবা বলেন - যতই মহলে থাক , ঘোরো -ফেরো , আনন্দ-মজা করো , শুধুমাত্র আমাকে স্মরণ করো, তবে তোমরা খুশিতে থাকবে । তোমরা বিশ্বের মালিক ছিলে । এখন পুরুষার্থ করে তোমরা আবার বিশ্বের মালিক হতে চলেছ । বাবা বোঝান - মিষ্টি-মিষ্টি বাচ্চারা এই যোগ বলের দ্বারাই তোমরা বিকর্মজিত্ হয়ে যাবে । বাবাকে স্মরণ করেই তোমরা বিশ্বের মালিক হতে পার । আচ্ছা - মিষ্টি -মিষ্টি হারানিধি (সিকিলধে) বাচ্চাদের প্রতি মাতা -পিতা , বাপদাদার স্মরণ -স্নেহ আর সুপ্রভাত । রুহানি বাবার(পরমাত্মা পরমপিতা) রুহানি বাচ্চাদের (আত্মাদের) নমস্কার ।

ধারণার জন্য মুখ্য সার :-

১) রাজকীয় পদ পেতে গেলে সম্পূর্ণরূপে বাবার কাছে আত্ম-সমর্পণ করতে হবে । তন -মন -ধন সব সমর্পণ করে ট্রাস্টি হয়ে থাকতে হবে । বিকর্মজিত্ হওয়ার পুরুষার্থ করতে হবে ।

২) স্মরণেই পাওয়া যাবে শ্রেষ্ঠত্বের আসন , এইজন্য নিরন্তর স্মরণে থাকার পুরুষার্থ করতে হবে। এমন রুহানি ফুল হতে হবে যাতে ফুলের দুনিয়ার অধিকারী হতে পারবে । অন্তর্মনে কোনও কাঁটা না থাকে।

বরদান :- অলৌকিক খেলা এবং খেলনা দিয়ে খেলতে খেলতে সদা শক্তিশালী হওয়ার অধিকারী অচল -অটল ভব (হও)!

অলৌকিক জীবনে মায়ার বিঘ্ন আসাও অলৌকিক খেলা , যেমন শারীরিক শক্তি প্রদর্শনের খেলার আয়োজন করা হয় ঠিক তেমনই অলৌকিক যুগে পরিস্থিতিকে খেলনা ভেবে এই খেলা খেলো । এতে ভয় পেয়ো না বা ঘাবড়ে যেও না । সমস্ত সংকল্পের সাথে নিজেকে বাপদাদার কাছে পুরোপুরি সমর্পণ করে দাও তবে মায়া কখনও আঘাত করতে পারবে না । রোজ অমৃতবেলায় সাক্ষী হয়ে নিজের সর্বশক্তির দ্বারা শৃঙ্গার করলে অচল -অটল থাকবে ।

স্লোগান :- কোনো প্রকারের সংসার -সমাচার শোনা বা শোনানো উভয়ই নিজের মধ্যে আবর্জনা জমানোর সামিল ।